বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- **সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ**

বরেন্দ্র এলাকার সেচ অবকাঠামো সহ পরিবেশ উন্নয়ন এবং মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অন্যতম কাজ। বিগত তিন বছরে স্থাপিত ৪২ টি অচালু/অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ ও ৩০ টি সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন এবং ৯৫ কিঃ মিঃ ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ/সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রায় ১৮৬৮১ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় আনা হয়েছে। ১০ টি খাস মজা পুকুর পুনঃখনন, ২২ টি ডাগওয়েল এবং নির্মাণ পূর্বক ভূ-পরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রায় ৭০০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১০০ মে.টন ধান বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণপূর্বক কৃষকগণের মাঝে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় এবং ১০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বরেন্দ্র এলাকায় প্রায় ০.০৩ লক্ষ ফলদ, বনজ ও ঔষধি চারা রোপণ করা হয়েছে। এছাড়া বিগত বছর সমূহে প্রতি বছর প্রায় ৬০৩ টি গভীর নলকূপ সেচকাজে ব্যবহার করে ০.১৮৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে।

- **সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ**

বরেন্দ্র এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের চাপ হ্রাসকরণ, অন্যদিকে সেচ বর্হিভূত এলাকা সেচের আওতায় এনে এক-ফসলী জমিকে তিন-ফসলী জমিতে পরিণত করা। ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ বৃদ্ধি এবং তা সেচ কাজে ব্যবহার এবং চর এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ব্যক্তি উদ্যোগে অপরিকল্পিতভাবে সেচযন্ত্র (গভীর নলকূপ) স্থাপন করায় ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ সৃষ্টি করছে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সমস্যার মধ্যে রয়েছে ফসল কর্তন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে কৃষি শ্রমিকের ঘাটতি, উন্নতমানের বীজ ও কৃষি পণ্য সংরক্ষণে অপ্রতুলতা, বিশুদ্ধ খাবার পানির দুষ্প্রাপ্যতা, স্বল্প বৃক্ষরাজি ইত্যাদি।

- **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল খাল, পুকুর, দীঘি, বিল পুনঃখনন, হার্ড বারিন্দ অঞ্চলে ডাগওয়েল খনন ছোট নদীসমূহ পুনঃ খনন এবং রাবার ড্যামসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ। ছোট যমুনা ও আত্রাই নদী হতে পানি সরবরাহ পূর্বক সেচ সম্প্রসারণ। সোলার পাম্প ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ। ধানের পরিবর্তে স্বল্প পানি প্রয়োজন হয় এমন ফসল উৎপাদন এবং বোরো ধানের পরিবর্তে আউস ধান চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক বনায়ন এবং পানি সাশ্রয়ী আধুনিক সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করা। ভূ-পরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের লক্ষ্যে খাস পুকুর পুনঃ খনন করা।

২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ৬০৪ টি সেচযন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে ০.১৮৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান এবং ১৫.০০ কোটি টাকা সেচ চার্জ আদায়;
- ৩৫ মেঃ টন উন্নত মানের বীজ (দানাদার) উৎপাদন এবং কৃষকদের মাঝে নায্য মূল্যে সরবরাহ করা;
- ০.০১ লক্ষ ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ ও ০.০৯৩ লক্ষ্য উচ্চ মূল্যের ফলদ চারা বিতরণ ;

২৩/৬/২০